সপ্তদশ অধ্যায়

গঙ্গার অবতরণ

এই সপ্তদশ অধ্যায়ে গঙ্গার উৎস এবং কিভাবে তা ইলাবৃতবর্ষের চতুর্দিকে প্রবাহিত হচ্ছে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে পরমেশ্বর ভগবানের চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত সঙ্কর্ষণের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব মহাদেব কর্তৃক স্তবও বর্ণিত হয়েছে। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এক সময় বলি মহারাজের যজ্ঞে ত্রিবিক্রম বা বামনরূপে আবির্ভূত হয়ে বলিরাজের কাছে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁর দুই পদ বিক্ষেপের দ্বারা সমগ্র ত্রিভুবন আবৃত করেন। তখন তাঁর বাম পদাঙ্গুষ্ঠের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ হয়ে একটি ছিদ্র হয়। সেই ছিদ্রপথে কারণ-সমুদ্রের জলধারা মহাদেবের মস্তকে পতিত হয় এবং সহস্র যুগ ধরে সেখানে অবস্থান করে। সেই জলধারাই হচ্ছে পবিত্র গঙ্গানদী। প্রথমে তা স্বর্গলোকে প্রবাহিত হয়, এই স্বর্গলোক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পদতলে অবস্থিত। ভাগীরথী, জাহ্নবী প্রভৃতি গঙ্গার বহু নাম রয়েছে। গঙ্গা ধ্রুবলোক এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে, কারণ ধ্রুব এবং ঋষিগণের ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা ছাড়া আর কোন বাসনা নেই।

ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূত হয়ে, গঙ্গা আকাশপথে চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করে প্রথমে সুমেরু শিখরে ব্রহ্মপুরীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। গঙ্গা এখানে সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা—এই চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়। সীতা নামক শাখাটি শেখর পর্বত এবং গন্ধমাদন পর্বত হয়ে, ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে দিয়ে পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে মিলিত হয়। চক্ষু শাখা নদীটি মাল্যবান গিরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, কেতুমালবর্ষ দিয়ে পশ্চিমে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। ভদ্রা শাখা নদীটি সুমেরু, কুমুদ, তারপর নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গবান পর্বতমালা হয়ে, উত্তরে কুরুদেশ দিয়ে উত্তর লবণ সাগরে পতিত হয়েছে, এবং অলকনন্দা শাখা নদীটি ব্রহ্মালয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং হেমকূট, হিমকূট আদি বহু পর্বত অতিক্রম করে, ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করেছে। অন্য বহু নদী এবং তাদের শাখা নয়টি বর্ষের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

ভারতবর্ষ কর্মের ক্ষেত্র এবং অন্য আটটি বর্ষ স্বর্গসুখ ভোগীদের ভোগের স্থান। এই আটটি বর্ষের প্রতিটি অত্যন্ত সুন্দর স্থান এবং স্বর্গবাসীরা সেইখানে বিবিধ

আনন্দে বিহার করেন। জম্বুদ্বীপের এই নয়টি বর্ষেই ভগবান নানা রূপে প্রকট হয়ে তাঁর কৃপা বিতরণ করেন।

ইলাবৃতবর্ষে দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তিনি সেখানে বহু পরিচারিকার দ্বারা সেবিতা তাঁর পত্নী ভবানীর সঙ্গে বিরাজ করেন। যদি অন্য কোন পুরুষ সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে ভবানীর শাপে সেই ব্যক্তি স্ত্রীতে পরিণত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব বিবিধ স্তবস্তুতির দ্বারা ভগবান সঙ্কর্ষণের ভজনা করেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে—"হে ভগবান, দয়া করে আপনি আপনার সমস্ত ভক্তদের জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করুন এবং সমস্ত অভক্তদের সংসার বন্ধনে বেঁধে রাখুন। আপনার কৃপা ব্যতীত কেউই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না।"

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

তত্র ভগবতঃ সাক্ষাদ্ যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্রমতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠ-নখনির্ভিন্নোর্ধ্বাণ্ডকটাহবিবরেণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণ-পঙ্কজাবনেজনারুণকিঞ্জল্কোপরঞ্জিতাখিলজগদঘমলাপহোপস্পর্শনামলা সাক্ষাদ্ভগবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়মানাতিমহতা কালেন যুগ-সহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্ধন্যবততার যৎ তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **তত্র**—তখন; **ভগবতঃ**—ভগবানের অবতারের; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **যজ্ঞ-লিঙ্গস্য**—সমস্ত যজ্ঞফলের ভোক্তা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **বিক্রমতঃ**—দ্বিতীয় পদ বিক্ষেপের সময়; **বাম-পাদ**—তাঁর বাঁ পায়ের; **অঙ্গুষ্ঠ**—অঙ্গুলির; **নখ**—নখের দ্বারা; **নির্ভিন্ন**—বিদীর্ণ; **উর্ধ্ব**—উপরের; **অণ্ড-কটাহ**—ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ (মাটি, জল, আগুন ইত্যাদির সপ্ত আবরণ); **বিবরেণ**—ছিদ্র দিয়ে; **অন্তঃ-প্রবিষ্টা**—ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে; **যা**—যা; **বাহ্য-জল-ধারা**—ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কারণ-সমুদ্রের জলের ধারা; **তৎ**—তাঁর; **চরণ-পঙ্কজ**—শ্রীপাদপদ্মের; **অবনেজন**—ধৌত করে; **অরুণ-কিঞ্জল্ক**—অরুণবর্ণ কুমকুমের দ্বারা; **উপরঞ্জিতা**—রঞ্জিত হয়ে; **অখিল-জগৎ**—সারা জগতের; **অঘ-মল**—পাপকর্ম; **অপহা**—বিনষ্ট করে; **উপস্পর্শন**—যার স্পর্শে; **অমলা**—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **ভগবৎ-পদী**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে উদ্ভূতা; **ইতি**—এইভাবে; **অনুপলক্ষিত**—বর্ণিত; **বচঃ**—নামের দ্বারা; **অভিধীয়মানা**—অভিহিত হয়ে; **অতি-মহতা কালেন**—

দীর্ঘকাল পর; **যুগ-সহস্র-উপলক্ষণেন**—এক হাজার যুগ পরিমিত; **দিবঃ**—আকাশের; **মূর্ধনি**—মস্তকে (ধ্রুবলোক); **অবততার**—অবতরণ করেছিলেন; **যৎ**—যা; **তৎ**—তা; **বিষ্ণু-পদম্**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম; **আহুঃ**—বলা হয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা ভগবান শ্রীবিষ্ণু বামনদেব রূপে বলি মহারাজের যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি তাঁর বামপদ বিস্তার করে পদাঙ্গুষ্ঠের নখের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ বিদীর্ণ করেছিলেন। সেই ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের বিশুদ্ধ জল গঙ্গানদীরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে। ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ধৌত করে তাঁর পায়ের কুমকুমের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ফলে, গঙ্গার জল এক অতি সুন্দর অরুণ আভা প্রাপ্ত হয়েছে। গঙ্গার দিব্য জলের স্পর্শে জীব তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও গঙ্গার জল চিরপবিত্র থাকে। গঙ্গা যেহেতু এই ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ করার পূর্বে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাই তিনি বিষ্ণুপদী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে তিনি জাহ্নবী, ভাগীরথী ইত্যাদি নাম প্রাপ্ত হয়েছেন। এক সহস্র যুগ পরিমিত সুদীর্ঘ কালের পর, গঙ্গা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ধ্রুবলোকে অবতীর্ণ হন। তাই পণ্ডিতেরা সেই ধ্রুবলোককে বিষ্ণুপদ বলেন ('ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত')।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাজলকে পতিতপাবনী বলা হয়, কারণ তা সমস্ত পাপীদের উদ্ধার করে। নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করলে যে অন্তরে এবং বাইরে পবিত্র হওয়া যায়, তা সর্বজনবিদিত। বাহ্যিকভাবে তার শরীর তখন সব রকম রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং অন্তরে তিনি ধীরে ধীরে ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন। ভারতবর্ষে হাজার হাজার মানুষ, গঙ্গার তীরে বাস করেন, এবং নিয়মিতভাবে গঙ্গাস্নান করার ফলে, নিঃসন্দেহে তাঁরা আধ্যাত্মিক এবং দৈহিক উভয় দিক দিয়েই পবিত্র হচ্ছেন। শঙ্করাচার্য প্রমুখ বহু ঋষি গঙ্গার মহিমা কীর্তন করে স্তোত্র রচনা করেছেন, এবং গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, কাবেরী, কৃষ্ণা, নর্মদা ইত্যাদি নদীর প্রভাবে ভারতভূমি ধন্য হয়েছে। যাঁরা এই সমস্ত নদীর তটে বাস করেন, তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

বারাহে বামপাদং তু তদন্যেষু তু দক্ষিণম্ ।
পাদং কল্পেষু ভগবানুজ্জহার ত্রিবিক্রমঃ ॥

তাঁর দক্ষিণ পদে দাঁড়িয়ে বাম পদ ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তার করার ফলে, ভগবান বামনদেব তিনটি বিক্রমপূর্ণ কার্য অনুষ্ঠানকারী ত্রিবিক্রম নামে পরিচিত হয়েছেন।

শ্লোক ২

যত্র হ বাব বীরব্রত ঔত্তানপাদিঃ পরমভাগবতোঽস্মৎকুলদেবতা-চরণারবিন্দোদকমিতি যামনুসবনমুৎকৃষ্যমাণভগবদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়ং ক্লিদ্যমানান্তর্হৃদয় ঔৎকণ্ঠ্যবিবশামীলিতলোচনযুগলকুড়্মলবিগলিতা-মলবাষ্পকলয়াভিব্যজ্যমানরোমপুলককুলকোঽধুনাপি পরমাদরেণ শিরসা বিভর্তি ॥ ২ ॥

যত্র হ বাব—ধ্রুবলোকে; **বীর-ব্রতঃ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; **ঔত্তানপাদিঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের বিখ্যাত পুত্র; **পরম-ভাগবতঃ**—পরম ভক্ত; **অস্মৎ**—আমাদের; **কুল-দেবতা**—কুলদেবতা; **চরণারবিন্দ**—শ্রীপাদপদ্মের; **উদকম্**—জলে; **ইতি**—এইভাবে; **যাম্**—যা; **অনুসবনম্**—নিরন্তর; **উৎকৃষ্যমাণ**—বর্ধিত হয়ে; **ভগবদ্ভক্তি-যোগেন**—ভগবানের প্রেমময়ী সেবার দ্বারা; **দৃঢ়ম্**—অত্যন্ত; **ক্লিদ্যমান-অন্তঃ-হৃদয়ঃ**—হৃদয়াভ্যন্তরে কোমল হয়ে; **ঔৎকণ্ঠ্য**—গভীর উৎকণ্ঠা সহকারে; **বিবশ**—স্বতঃস্ফূর্তভাবে; **অমীলিত**—ঈষৎ উন্মীলিত; **লোচন**—নয়ন; **যুগল**—যুগল; **কুড়্মল**—মুকুল; **বিগলিত**—নিঃসৃত হয়ে; **অমল**—নির্মল; **বাষ্প-কলয়া**—অশ্রুপূর্ণ; **অভিব্যজ্যমান**—প্রকাশিত হয়ে; **রোম-পুলক-কুলকঃ**—রোমাঞ্চিত এবং পুলকিত কলেবর; **অধুনা অপি**—এখনও পর্যন্ত; **পরম-আদরেণ**—গভীর শ্রদ্ধা সহকারে; **শিরসা**—মস্তকে; **বিভর্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব ভগবানের সেবায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ফলে, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পবিত্র গঙ্গার জল ভগবান শ্রীবিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম বিধৌত করেন জেনে, আজও তিনি পরম ভক্তি সহকারে সেই জল তাঁর মস্তকে ধারণ করেন। অন্তরের অন্তঃস্থলে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে, গভীর উৎকণ্ঠায় তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নয়ন থেকে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে এবং তাঁর শরীরে রোমাঞ্চ ও পুলক প্রকাশ পায়।

তাৎপর্য

কেউ যখন ভগবদ্ভক্তিতে নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তখন তাঁকে *বীরব্রত* বলা হয়। এই প্রকার ভক্তের ভক্তিজনিত আনন্দ ক্রমশ বর্ধিত হয়। তার ফলে ভগবানের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটিই মহাভাগবতের লক্ষণ। ধ্রুব মহারাজ এই প্রকার ভগবদ্ভক্তির আনন্দে মগ্ন ছিলেন। জগন্নাথপুরীতে অবস্থানকালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও দিব্য প্রেমোন্মাদনার আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন। তাঁর সেই সমস্ত লীলা *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত* গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩

ততঃ সপ্তর্ষয়স্তৎপ্রভাবাভিজ্ঞা যাং ননু তপস আত্যন্তিকী সিদ্ধিরেতাবতী ভগবতি সর্বাত্মনি বাসুদেবেঽনুপরতভক্তিযোগলাভেনৈবোপেক্ষিতান্যার্থাত্মগতয়ো মুক্তিমিবাগতাং মুমুক্ষব ইব সবহুমানমদ্যাপি জটাজূটৈরুদ্বহন্তি ॥ ৩ ॥

ততঃ—তারপর; **সপ্ত ঋষয়ঃ**—মরীচি প্রমুখ সপ্ত ঋষি; **তৎ প্রভাব-অভিজ্ঞাঃ**—যাঁরা গঙ্গার প্রভাব খুব ভালভাবে জানেন; **যাম্**—এই গঙ্গার জল; **ননু**—নিশ্চিতভাবে; **তপসঃ**—আমাদের তপস্যার; **আত্যন্তিকী**—পরম; **সিদ্ধিঃ**—সিদ্ধি; **এতাবতী**—এতখানি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব-আত্মনি**—সর্বব্যাপ্তি; **বাসুদেবে**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনুপরত**—অবিরত; **ভক্তি-যোগ**—ভক্তিযোগের; **লাভেন**—এই স্তর প্রাপ্ত হয়ে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **উপেক্ষিত**—উপেক্ষা করেছেন; **অন্য**—অন্য; **অর্থ-আত্ম-গতয়ঃ**—সিদ্ধির অন্য সমস্ত উপায় (যথা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ); **মুক্তিম্**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি; **ইব**—সদৃশ; **আগতাম্**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **মুমুক্ষবঃ**—মুক্তিকামী; **ইব**—সদৃশ; **স-বহু-মানম্**—অত্যন্ত সম্মানপূর্বক; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **জটা-জূটৈঃ**—জটাযুক্ত; **উদ্বহন্তি**—ধারণ করেন।

অনুবাদ

মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি সপ্তর্ষি ধ্রুবলোকের নিচে বাস করেন। গঙ্গার মহিমা উত্তমরূপে অবগত হয়ে, তাঁরা আজও গঙ্গার জল তাঁদের জটাতে ধারণ করেন। তাঁরা স্থির করেছেন যে, এই গঙ্গার জলই হচ্ছে পরম সম্পদ, সমস্ত তপস্যার সিদ্ধি এবং চিন্ময় জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ভগবানে অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করে তাঁরা ধর্ম, অর্থ, কাম, এমনকি মোক্ষকে পর্যন্ত উপেক্ষা করেন। জ্ঞানীরা

যেমন ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়াকেই পরম প্রাপ্তি বলে মনে করেন, এই সপ্তর্ষিরা তেমন ভগবদ্ভক্তিকেই জীবনের পরম সিদ্ধি বলে মনে করেন।

তাৎপর্য

অধ্যাত্মবাদীরা দুই শ্রেণীর—নির্বিশেষবাদী এবং ভগবদ্ভক্ত। নির্বিশেষবাদীরা চিন্ময় বৈচিত্র্য স্বীকার করে না। তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটার ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে চায়। কিন্তু ভক্তেরা ভগবানের চিন্ময় লীলায় অংশগ্রহণ করতে চান। ঊর্ধ্বলোকের শীর্ষে রয়েছে ধ্রুবলোক, এবং ধ্রুবলোকের নিম্নে সপ্তর্ষিমণ্ডল, যেখানে মরীচি, বসিষ্ঠ, অত্রি আদি মহর্ষিরা বিরাজ করছেন। এই সমস্ত মহর্ষিরা ভগবদ্ভক্তিকে সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে মনে করেন। তাই তাঁরা গঙ্গার জল তাঁদের মস্তকে বহন করেন। এই শ্লোকে প্রমাণিত হয় যে, যাঁরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেছেন তাঁদের কাছে অন্য আর কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব থাকে না, এমনকি তথাকথিত মুক্তি বা কৈবল্যও তাঁদের কাছে হেয় হয়ে যায়। শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, কেবলমাত্র শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি লাভ করার ফলেই অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ নিতান্তই নগণ্য বলে পরিত্যাগ করা যায়। প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলেছেন—

কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশপুষ্পায়তে
দুর্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্ট্রায়তে ।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে
যৎ কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিযোগের পন্থা স্পষ্টভাবে নির্ণয় করে প্রচার করে গেছেন। তার ফলে যাঁরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাছে মায়াবাদীদের পরম সিদ্ধি কৈবল্য অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের সাথে লীন হয়ে যাওয়া নরকতুল্য বলে মনে হয়, অতএব কর্মীদের ঈপ্সিত স্বর্গোন্নতির আর কি কথা। ভগবদ্ভক্তেরা এই ধরনের লক্ষ্যকে আকাশ-কুসুম বলে মনে করেন। যোগীরাও তাদের ইন্দ্রিয় সংযম করার চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত তাদের সেই প্রচেষ্টায় তারা কখনও সাফল্য লাভ করতে পারে না। বিষধর সর্পের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলির তুলনা করা হয়, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত ভক্তের ইন্দ্রিয়গুলি বিষদন্তহীন সর্পের মতো। যোগীরা তাদের ইন্দ্রিয় দমন করার চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মতো মহাযোগীও তাঁর সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যানের সময়ে মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কাছে পরাভূত

হয়েছিলেন। তাঁদের মিলনের ফলে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। তাই এই জগতে ভক্তিযোগীরাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"সমস্ত যোগীদের মধ্যে, যিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে ভক্তিযোগের দ্বারা আমার প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করেন, তিনিই আমার সঙ্গে সব চাইতে অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত, এবং তিনিই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী।"

শ্লোক ৪

ততোঽনেকসহস্রকোটিবিমানানীকসঙ্কুলদেবযানেনাবতরন্তীন্দুমণ্ডলমাবার্য ব্রহ্মসদনে নিপততি ॥ ৪ ॥

ততঃ—সপ্তর্ষিমণ্ডল পবিত্র করার পর; **অনেক**—বহু; **সহস্র**—হাজার হাজার; **কোটি**—কোটি কোটি; **বিমান-অনীক**—বিমানসমূহ; **সঙ্কুল**—পূর্ণ; **দেব-যানেন**—দেবতাদের মার্গে; **অবতরন্তী**—অবতরণ করে; **ইন্দু-মণ্ডলম্**—চন্দ্রলোক; **আবার্য**—প্লাবিত করে; **ব্রহ্ম-সদনে**—সুমেরু পর্বতের শিখরে ব্রহ্মার আলয়ে; **নিপততি**—পতিত হয়।

অনুবাদ

ধ্রুবলোকের সন্নিকটে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পবিত্র করে গঙ্গাজল কোটি কোটি দিব্য বিমানে আকাশ মার্গ দিয়ে নিম্নে অবতরণ করে। তারপর তা চন্দ্রলোক প্লাবিত করে সুমেরু পর্বতের শিখরে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিত হয়।

তাৎপর্য

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, গঙ্গা নদী ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের ঊর্ধ্বে কারণ-সমুদ্র থেকে আসছে। ভগবান বামনদেবের পদনখের দ্বারা সৃষ্ট ছিদ্র দিয়ে কারণ-সমুদ্রের জলের ধারা ধ্রুবলোক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে প্লাবিত করেছে। তারপর তা অসংখ্য দিব্য বিমানে চন্দ্রলোকে নীত হয়েছে। তারপর তা মেরু পর্বতের শিখরে পতিত হয়েছে। এইভাবে গঙ্গার জল অবশেষে নিম্নতরলোকে প্রবাহিত হয়েছে এবং ক্রমশ হিমালয়ের শিখরে পৌঁচেছে এবং

তারপর হরিদ্বার ও ভারতবর্ষের ভূভাগ পবিত্র করে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গার জল কিভাবে ব্রহ্মাণ্ডের শীর্ষ থেকে বিভিন্ন লোকে পৌঁচেছে, তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দিব্য বিমানসমূহ গঙ্গার জল সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে অন্যান্য লোকে বহন করে নিয়ে যায়। আধুনিক যুগের তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চতর লোকে যাওয়ার চেষ্টা করছে, অথচ সেই সঙ্গে তারা এই পৃথিবীতে বিদ্যুৎ আদি শক্তির অভাব বোধ করছে। তারা যদি প্রকৃতই সক্ষম বৈজ্ঞানিক হত, তাহলে তারা নিজেরাই বিমানে করে অন্যান্য লোকে যেতে পারত, কিন্তু তারা তা করতে সমর্থ নয়। এখন তারা তাদের চন্দ্রলোকের অভিযান পরিত্যাগ করে অন্যান্য লোকে যাওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

শ্লোক ৫

তত্র চতুর্ধা ভিদ্যমানা চতুর্ভির্নামভিশ্চতুর্দিশমভিস্পন্দন্তী নদনদী-পতিমেবাভিনিবিশতি সীতালকনন্দা চক্ষুর্ভদ্রেতি ॥ ৫ ॥

তত্র—সেখানে (সুমেরু পর্বতের শিখরে); **চতুর্ধা**—চারটি ধারায়; **ভিদ্যমানা**—বিভক্ত হয়ে; **চতুর্ভিঃ**—চারটি; **নামভিঃ**—নামে; **চতুঃ-দিশম্**—চতুর্দিকে (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ); **অভিস্পন্দন্তী**—প্রবাহিত হয়ে; **নদ-নদী-পতিম্**—সমস্ত নদ-নদীর উৎস (সমুদ্র); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **অভিনিবিশতি**—প্রবেশ করে; **সীতা-অলকনন্দা**—সীতা এবং অলকনন্দা; **চক্ষুঃ**—চক্ষু; **ভদ্রা**—ভদ্রা;, **ইতি**—এই নামগুলির দ্বারা পরিচিত।

অনুবাদ

সুমেরু পর্বতের শিখরে গঙ্গা চারটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারাগুলির নাম—সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু এবং ভদ্রা। অবশেষে এই ধারাগুলি সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

শ্লোক ৬

সীতা তু ব্রহ্মসদনাৎ কেসরাচলাদিগিরিশিখরেভ্যোঽধোঽধঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনমূর্ধসু পতিত্বান্তরেণ ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাং দিশি ক্ষারসমুদ্রমভি-প্রবিশতি ॥ ৬ ॥

সীতা—সীতা নামক ধারা; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **ব্রহ্ম-সদনাৎ**—ব্রহ্মপুরী থেকে; **কেসরাচল-আদি**—কেশরাচল এবং অন্যান্য পর্বতের; **গিরি**—পর্বত; **শিখরেভ্যঃ**—

শিখর থেকে; **অধঃ অধঃ**—নীচের দিকে; **প্রস্রবন্তী**—প্রবাহিত হয়ে; **গন্ধমাদন**—গন্ধমাদন পর্বতে; **মূর্ধসু**—শিখরে; **পতিত্বা**—পতিত হয়ে; **অন্তরেণ**—অভ্যন্তরে; **ভদ্রাশ্ব-বর্ষম্**—ভদ্রাশ্ববর্ষ; **প্রাচ্যাম্**—পূর্বদিকে; **দিশি**—দিক; **ক্ষার-সমুদ্রম্**—লবণ সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

সীতা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু শিখরের ব্রহ্মপুরী থেকে বহির্গত হয়ে নিকটস্থ কেশরাচল পর্বতগুলির শিখরে পতিত হয়। সেই পর্বতগুলি সুমেরু পর্বতের চারপাশে কেশরের মতো। কেশরাচল পর্বত থেকে গঙ্গা গন্ধমাদন পর্বত শিখরে পতিত হয় এবং তারপর ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে, পূর্বদিকে লবণ সমুদ্রে পতিত হয়।

শ্লোক ৭

এবং মাল্যবচ্ছিখরান্নিষ্পতন্তী ততোঽনুপরতবেগা কেতুমালমভি চক্ষুঃ প্রতীচ্যাং দিশি সরিৎপতিং প্রবিশতি ॥ ৭ ॥

এবম্—এইভাবে; **মাল্যবৎ-শিখরাৎ**—মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে; **নিষ্পতন্তী**—পতিত হয়; **ততঃ**—তারপর; **অনুপরত-বেগা**—অপ্রতিহত বেগে; **কেতুমালম্ অভি**—কেতুমালবর্ষে; **চক্ষুঃ**—চক্ষু নামক ধারা; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম দিকে; **দিশি**—দিক; **সরিৎ-পতিম্**—সমুদ্র; **প্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

চক্ষু নামক গঙ্গার ধারা মাল্যবান পর্বতের শিখর থেকে জলপ্রপাত রূপে পতিত হয়ে, অপ্রতিহত বেগে কেতুমালবর্ষকে প্লাবিত করে পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৮

ভদ্রা চোত্তরতো মেরুশিরসো নিপতিতা গিরিশিখরাদ্ গিরিশিখরমতিহায় শৃঙ্গবতঃ শৃঙ্গাদবস্যন্দমানা উত্তরাংস্তু কুরূনভিত উদীচ্যাং দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি ॥ ৮ ॥

ভদ্রা—ভদ্রা নামক ধারা; **চ**—ও; **উত্তরতঃ**—উত্তর দিকে; **মেরু-শিরসঃ**—সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে; **নিপতিতা**—পতিত হয়ে; **গিরি-শিখরাৎ**—কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে; **গিরি-শিখরম্**—নীল পর্বতের শিখরে; **অতিহায়**—স্পর্শ না করে অতিক্রম করে; **শৃঙ্গবতঃ**—শৃঙ্গবান্ নামক পর্বতের; **শৃঙ্গাৎ**—শৃঙ্গ থেকে; **অবস্যন্দমানা**—প্রবাহিত হয়ে; **উত্তরান্**—উত্তর দিকে; **তু**—কিন্তু; **কুরূন্**—কুরু নামক প্রদেশ; **অভিতঃ**—চতুর্দিকে; **উদীচ্যাম্**—উত্তর দিকে; **দিশি**—দিক; **জলধিম্**—লবণ-সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে।

অনুবাদ

ভদ্রা নামক গঙ্গার ধারা সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় এবং সেই ধারা কুমুদ পর্বতের শিখর থেকে উচ্ছলিত হয়ে নীল পর্বতের শিখরে, সেখান থেকে শ্বেত পর্বতের শিখরে এবং তারপর শৃঙ্গবান্ পর্বতের শিখরে পতিত হয়। তারপর কুরুপ্রদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে, উত্তর দিকে লবণ-সমুদ্রে প্রবেশ করে।

শ্লোক ৯

তথৈবালকনন্দা দক্ষিণেন ব্রহ্মসদনাদ্বহূনি গিরিকূটান্যতিক্রম্য হেমকূটাদ্ধৈমকূটান্যতিরভসতররংহসা লুঠয়ন্তী ভারতমভিবর্ষং দক্ষিণস্যাং দিশি জলধিমভিপ্রবিশতি যস্যাং স্নানার্থং চাগচ্ছতঃ পুংসঃ পদে পদেঽশ্বমেধরাজসূয়াদীনাং ফলং ন দুর্লভমিতি ॥ ৯ ॥

তথা এব—তেমনই; **অলকনন্দা**—অলকনন্দা নামক ধারা; **দক্ষিণেন**—দক্ষিণ দিকে; **ব্রহ্ম-সদনাৎ**—ব্রহ্মপুরী থেকে; **বহূনি**—বহু; **গিরি-কূটানি**—গিরিশৃঙ্গ; **অতিক্রম্য**—অতিক্রম করে; **হেমকূটাৎ**—হেমকূট পর্বত থেকে; **হৈমকূটানি**—এবং হিমকূট পর্বত থেকে; **অতি-রভসতর**—আরও প্রচণ্ড; **রংহসা**—তীব্র বেগে; **লুঠয়ন্তী**—লুণ্ঠন করে; **ভারতম্ অভিবর্ষম্**—ভারতবর্ষের চতুর্দিকে; **দক্ষিণস্যাম্**—দক্ষিণ; **দিশি**—দিকে; **জলধিম্**—লবণ-সমুদ্র; **অভিপ্রবিশতি**—প্রবেশ করে; **যস্যাম্**—যাতে; **স্নান-অর্থম্**—স্নান করার জন্য; **চ**—এবং; **আগচ্ছতঃ**—এসে; **পুংসঃ**—মানুষ; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **অশ্বমেধ-রাজসূয়-আদীনাম্**—অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহা যজ্ঞের মতো; **ফলম্**—ফল; **ন**—না; **দুর্লভম্**—লাভ করা অত্যন্ত কঠিন; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

তেমনই, অলকনন্দা নামক গঙ্গার ধারা ব্রহ্মপুরীর দক্ষিণ দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে, বিভিন্ন প্রদেশের পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করে প্রচণ্ড বেগে হেমকূট এবং হিমকূট পর্বত-শিখরে পতিত হয়। এই পর্বত শিখরগুলি প্লাবিত করে গঙ্গা ভারতবর্ষে পতিত হয়ে সেই স্থানকে প্লাবিত করে। তারপর গঙ্গা দক্ষিণে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে। যারা এই নদীতে স্নান করতে আসে, তারা ভাগ্যবান। তাদের পক্ষে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করা দুর্লভ হয় না।

তাৎপর্য

যে স্থানে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে লবণ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেই স্থান এখনও গঙ্গাসাগর নামে পরিচিত। মকর সংক্রান্তির দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি লাভের আশায় সেখানে স্নান করতে যান। তাঁরা যে প্রকৃতই মুক্তি লাভ করতে পারেন, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। যাঁরা গঙ্গায় স্নান করেন, তাঁরা অনায়াসে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় আদি মহাযজ্ঞের ফল লাভ করেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষই এখনও গঙ্গাস্নানের অভিলাষী এবং বহু স্নানঘাট রয়েছে যেখানে তাঁরা গঙ্গায় স্নান করতে পারেন। প্রয়াগে পৌষ-মাঘ মাসে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে হাজার হাজার মানুষ স্নান করতে আসে। তারপর তাঁদের অনেকে গঙ্গা এবং সাগরের সঙ্গমস্থল গঙ্গাসাগরে স্নান করতে যান। এইভাবে সমস্ত ভারতবাসীদের বহু তীর্থস্থানে গঙ্গায় স্নান করার এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে।

শ্লোক ১০

অন্যে চ নদা নদ্যশ্চ বর্ষে বর্ষে সন্তি বহুশো মের্বাদিগিরিদুহিতরঃ শতশঃ ॥ ১০ ॥

অন্যে—অন্য অনেক; **চ**—ও; **নদাঃ**—নদীসমূহ; **নদ্যঃ**—ছোট নদী; **চ**—এবং; **বর্ষে বর্ষে**—প্রতি ভূখণ্ডে; **সন্তি**—রয়েছে; **বহুশঃ**—বিভিন্ন প্রকার; **মেরু-আদি-গিরি-দুহিতরঃ**—মেরু আদি গিরিকন্যা; **শতশঃ**—শত শত।

অনুবাদ

অন্য বহু বড় এবং ছোট নদ-নদী সুমেরু পর্বতের শিখর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই নদীগুলি ঠিক পর্বতের কন্যার মতো এবং শত শত ধারায় তারা বিভিন্ন বর্ষে প্রবাহিত হচ্ছে।

শ্লোক ১১

তত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্মক্ষেত্রমন্যান্যষ্ট বর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমানিস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি ॥ ১১ ॥

তত্র-অপি—তাদের মধ্যে; **ভারতম্**—ভারতবর্ষ; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **বর্ষম্**—ভূখণ্ড; **কর্ম-ক্ষেত্রম্**—কর্মের ক্ষেত্র; **অন্যানি**—অন্য সমস্ত; **অষ্ট বর্ষাণি**—আটটি বর্ষ; **স্বর্গিণাম্**—অসাধারণ পুণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত জীবসমূহের; **পুণ্য**—পবিত্র কর্মের ফল; **শেষ**—অবশেষ; **উপভোগ-স্থানানি**—জড় সুখভোগের স্থান; **ভৌমানি স্বর্গ-পদানি**—পৃথিবীতে স্বর্গের মতো; **ব্যপদিশন্তি**—বলা হয়।

অনুবাদ

নয়টি বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষকেই কর্মক্ষেত্র বলা হয়। পণ্ডিত এবং মহাত্মাগণ বলেন যে, অন্য আটটি বর্ষ অতি পুণ্যবান ব্যক্তিদের পুণ্যশেষ উপভোগের স্থান। স্বর্গলোক থেকে ফিরে আসার পর, তাঁরা তাঁদের পুণ্যকর্মের অবশিষ্ট অংশ এই আটটি বর্ষে ভোগ করেন।

তাৎপর্য

স্বর্গ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং পাতাল লোকস্থ বিল স্বর্গ। এই তিনটি স্বর্গের মধ্যে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য আটটি বর্ষ হচ্ছে ভৌম স্বর্গ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/২১) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*—জীবের পুণ্য যখন ক্ষয় হয়ে যায়, তখন তারা এই পৃথিবীতে ফিরে আসে। এইভাবে তারা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়, এবং তারপর আবার এই পৃথিবীতে অধঃপতিত হয়। এই পন্থাটিকে বলা হয় *ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ* । যাঁরা বুদ্ধিমান অর্থাৎ যাঁদের মতিচ্ছন্ন হয়নি, তাঁরা এই ব্রহ্মাণ্ডে ইতস্তত ভ্রমণ করার পন্থায় লিপ্ত হতে চান না। তাঁরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন যাতে তাঁরা চরমে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। তখন তাঁরা বৈকুণ্ঠলোকের কোন একটি লোকে অবস্থিত হন, অথবা আরও ঊর্ধ্বে কৃষ্ণলোক বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। ভক্ত কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া এবং তারপর আবার এখানে ফিরে আসার এই ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণে লিপ্ত হতে চান না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে সমস্ত জীব ভ্রমণ করছে, তাদের মধ্যে কোন ভাগ্যবান জীব ভগবানের প্রতিনিধির সান্নিধ্যে আসে এবং তার ফলে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সুযোগ পায়। যারা ঐকান্তিকভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে চায়, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর সান্নিধ্যে আসে। মনোধর্মী মায়াবাদী এবং কর্মফল ভোগের অভিলাষী কর্মীরা কখনও গুরু হতে পারে না। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি যিনি যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিতরণ করেন। এইভাবে কেবল অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সদ্গুরুর সংস্পর্শে আসে। বৈদিক শাস্ত্রে সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে, *তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্গুরুর অন্বেষণ করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতেও* সেই কথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—চিৎ-জগতের কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করতে যিনি অত্যন্ত আগ্রহী, তাঁকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্গুরুর অন্বেষণ করতে হবে। সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে তাই বোঝা যায় যে, গুরু শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ প্রতিনিধি, অন্য কেউ নয়। *পদ্ম পুরাণে* উল্লেখ করা হয়েছে—*অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ*—যিনি বৈষ্ণব নন অথবা যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি নন, তিনি কখনও গুরু হতে পারেন না। এমনকি সব চাইতে সুযোগ্য ব্রাহ্মণ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হলে গুরু হতে পারেন না। ব্রাহ্মণদের ছয়টি গুণসমন্বিত হওয়া উচিত। সেগুলি হচ্ছে পঠন—অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া, পাঠন—অত্যন্ত যোগ্য শিক্ষক হওয়া, যজন—দেবতাদের পূজায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়া, যাজন—অন্যদের এইভাবে পূজা করতে শিক্ষা দেওয়া, প্রতিগ্রহ—অন্যদের কাছ থেকে দান গ্রহণের যোগ্য হওয়া, এবং দান—ধন-সম্পদ দান করে বিতরণ করা। এই সমস্ত গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি না হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন না (*গুরুর্ন স্যাৎ*)। *বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ*—কিন্তু ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আদর্শ প্রতিনিধি বৈষ্ণব যদি *শ্বপচ* বা চণ্ডাল-কুলোদ্ভূতও হন, তাহলে তিনি গুরু হতে পারেন। তিন শ্রেণীর স্বর্গের মধ্যে কখনও কখনও ভারতবর্ষের কাশ্মীর অঞ্চলকেও ভৌম স্বর্গ বলে গণনা করা হয়। এই স্থানে জড় সুখ উপভোগের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই রয়েছে, তবে শুদ্ধ অধ্যাত্মবাদীদের পক্ষে তার কোন গুরুত্ব নেই। শ্রীল রূপ গোস্বামী শুদ্ধ ভক্তের কার্যকলাপের বর্ণনা করে বলেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"সকাম কর্ম অথবা মনোধর্মী জ্ঞানের মাধ্যমে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আশা না করে, কেবল অনুকূলভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করা উচিত। তাকেই বলা হয় শুদ্ধ ভক্তি।" যাঁরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর প্রেমময়ী সেবায় সর্বতোভাবে যুক্ত, তাঁরা দিব্য স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ এবং বিল স্বর্গের প্রতি কোন রকম আসক্তি পোষণ করেন না।

শ্লোক ১২

এষু পুরুষাণামযুতপুরুষায়ুর্বর্ষাণাং দেবকল্পানাং নাগাযুতপ্রাণানাং বজ্রসংহননবলবয়োমোদপ্রমুদিতমহাসৌরতমিথুনব্যবায়াপবর্গবর্ষধৃতৈকগর্ভ কলত্রাণাং তত্র তু ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ততে ॥ ১২ ॥

এষু—এই আটটি বর্ষে; **পুরুষাণাম্**—মানুষদের; **অযুত**—দশ হাজার; **পুরুষ**—মানুষের গণনা অনুসারে; **আয়ুঃ-বর্ষাণাম্**—তত বছর আয়ু; **দেব-কল্পানাম্**—দেবতাদের মতো; **নাগ-অযুত-প্রাণানাম্**—দশ সহস্র হস্তীর মতো বল সমন্বিত; **বজ্র-সংহনন**—বজ্রের মতো সুদৃঢ় শরীর; **বল**—দৈহিক শক্তি; **বয়ঃ**—যৌবন; **মোদ**—পর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **প্রমুদিত**—উত্তেজিত; **মহা-সৌরত**—প্রচুর মৈথুনসুখ; **মিথুন**—স্ত্রী-পুরুষের মিলন; **ব্যবায়-অপবর্গ**—মৈথুনসুখ উপভোগের পর; **বর্ষ**—শেষ এক বছরে; **ধৃত-এক-গর্ভ**—একটি সন্তান ধারণ করে; **কলত্রাণাম্**—পত্নীদের; **তত্র**—সেখানে; **তু**—কিন্তু; **ত্রেতা-যুগ-সমঃ**—ঠিক ত্রেতাযুগের মতো (যখন কোন দুঃখকষ্ট থাকে না); **কালঃ**—সময়; **বর্ততে**—বিরাজ করে।

অনুবাদ

এই আটটি বর্ষে যারা বাস করেন, তাঁদের আয়ু মানুষের গণনায় দশ হাজার বছর। তাঁরা দেবতুল্য। তাঁরা দশ হাজার হাতির বল ধারণ করেন। তাঁদের শরীর বজ্রের মতো সুদৃঢ়। তাঁদের যৌবন সমন্বিত জীবন অত্যন্ত সুখদায়ক, এবং স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পরম আনন্দে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনসুখ উপভোগ করেন। দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের পর, যখন তাঁদের জীবনের মাত্র এক বৎসর কাল অবশিষ্ট থাকে, তখন তাঁদের স্ত্রীরা একবার মাত্র গর্ভধারণ করে। এইভাবে এই সমস্ত স্বর্গের অধিবাসীদের সুখের মান যেন ত্রেতাযুগের মানুষদের মতো।

তাৎপর্য

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি—এই চারটি যুগ রয়েছে। সত্যযুগে মানুষরা ছিল অত্যন্ত পুণ্যবান। সকলেই তখন আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য এবং ভগবৎ উপলব্ধির

জন্য অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলন করতেন। যেহেতু সকলেই সর্বদা সমাধি মগ্ন থাকতেন, তাই কেউই জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগে আগ্রহী ছিল না। ত্রেতাযুগে মানুষ নিরঙ্কুশ ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করত। জড়-জাগতিক ক্লেশের শুরু হয় দ্বাপর যুগে, কিন্তু তা খুব একটা কষ্টপ্রদ ছিল না। প্রকৃত দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়েছে কলিযুগ থেকে।

এই শ্লোকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে, স্বর্গসদৃশ এই আটটি বর্ষে স্ত্রী এবং পুরুষেরা যদিও মৈথুনসুখ উপভোগ করেন কিন্তু তাঁদের গর্ভ হয় না। নিম্নস্তরের প্রাণীদেরই গর্ভ হয়। যেমন কুকুর, শূকর ইত্যাদি পশুর বছরে দুবার গর্ভ হয়, এবং প্রতিবারে অন্ততপক্ষে ছয়টি শাবকের জন্ম হয়। আরও নিম্নস্তরের যোনিতে, যেমন সর্পেরা একবারে শত শত শাবক উৎপন্ন করে। এই শ্লোক থেকে আমরা জানতে পারি যে, উচ্চতর লোকে সারা জীবনে কেবল একবার গর্ভ হয়। স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম হয়, কিন্তু গর্ভ হয় না। চিৎ-জগতে ঐকান্তিক ভক্তির ফলে যৌন জীবনের প্রতি কোন রকম আকর্ষণ থাকে না। প্রকৃতপক্ষে চিৎ-জগতে যৌন জীবন নেই। কিন্তু কখনও যদি তা হয়েও থাকে, তাহলে তার ফলে গর্ভ হয় না। পৃথিবীতে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ফলে যদিও গর্ভ হয়, তবুও মানুষ সাধারণত গর্ভধারণ এড়ানোরই চেষ্টা করে। এই পাপ-পঙ্কিল কলিযুগে মানুষ ভ্রূণহত্যা পর্যন্ত করতে শুরু করেছে। এটি সব চাইতে জঘন্য কর্ম। যারা এই কর্ম করে, তাদের এই কর্মের পরিণাম-স্বরূপ অন্তহীন যন্ত্রণাভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৩

যত্র হ দেবপতয়ঃ স্বৈঃ স্বৈর্গণনায়কৈর্বিহিতমহার্হণাঃ সর্বর্তুকুসুমস্তবক-ফলকিসলয়শ্রিয়ানম্যমানবিটপলতা বিটপিভিরুপশুম্ভমানরুচির কাননাশ্রমায়তনবর্ষগিরিদ্রোণীষু তথা চামলজলাশয়েষু বিকচবিবিধ-নববনরুহামোদমুদিতরাজহংসজলকুক্কুটকারণ্ডবসারসচক্রবাকাদি-ভির্মধুকরনিকরাকৃতিভিরুপকূজিতেষু জলক্রীড়াদিভির্বিচিত্রবিনোদৈঃ সুললিতসুরসুন্দরীণাং কামকলিলবিলাসহাসলীলাবলোকাকৃষ্টমনোদৃষ্টয়ঃ স্বৈরং বিহরন্তি ॥ ১৩ ॥

যত্র হ—সেই আটটি বর্ষে; **দেব-পতয়ঃ**—ইন্দ্রসদৃশ দেবপতিরা; **স্বৈঃ স্বৈঃ**—তাঁদের নিজেদের; **গণনায়কৈঃ**—ভৃত্যদের প্রভুগণ; **বিহিত**—অলঙ্কৃত; **মহা-অর্হণাঃ**—চন্দন, পুষ্পমাল্য আদি মূল্যবান উপহার; **সর্ব-ঋতু**—সমস্ত ঋতুতে; **কুসুম-স্তবক**—পুষ্পগুচ্ছ;

ফল—ফলের; **কিসলয়-শ্রিয়া**—নবীন পল্লবের সৌন্দর্যের দ্বারা; **আনম্যমান**—অবনত হয়ে; **বিটপ**—যার শাখা; **লতা**—এবং লতাসমূহ; **বিটপিভিঃ**—বহু বৃক্ষের দ্বারা; **উপশুম্ভমান**—পূর্ণরূপে সুশোভিত হয়ে; **রুচির**—সুন্দর; **কানন**—উদ্যান; **আশ্রম-আয়তন**—এবং বহু আশ্রম; **বর্ষ-গিরি-দ্রোণীষু**—ভূখণ্ডের সীমা নির্ধারণকারী পর্বতের মধ্যবর্তী উপত্যকা; **তথা**—এবং; **চ**—ও; **অমল-জল-আশয়েষু**—নির্মল সরোবর; **বিকচ**—সদ্য বিকশিত; **বিবিধ**—অনেক প্রকার; **নব-বনরুহ-আমোদ**—পদ্মফুলের সৌরভের দ্বারা; **মুদিত**—আমোদিত; **রাজ-হংস**—রাজহংস; **জল-কুক্কুট**—জলকুক্কুট; **কারণ্ডব**—কারণ্ডব নামক জলচর পক্ষী; **সারস**—সারস; **চক্রবাক-আদিভিঃ**—চক্রবাক আদি পক্ষী; **মধুকর-নিকর-আকৃতিভিঃ**—মধুকরদের দ্বারা; **উপকূজিতেষু**—প্রতিধ্বনিত; **জলক্রীড়াদিভিঃ**—জলক্রীড়া আদি; **বিচিত্র**—বিবিধ; **বিনোদৈঃ**—আমোদ-প্রমোদের দ্বারা; **সু-ললিত**—আকর্ষণীয়; **সুর-সুন্দরীণাম্**—সুন্দরী দেবাঙ্গনাদের; **কাম**—কাম; **কলিল**—জনিত; **বিলাস**—আমোদ-প্রমোদ; **হাস**—হাসি; **লীলা-অবলোক**—চপল চাহনির দ্বারা; **আকৃষ্ট-মনঃ**—যাঁদের মন আকৃষ্ট হয়েছে; **দৃষ্টয়ঃ**—যাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে; **স্বৈরম্**—স্বচ্ছন্দে; **বিহরন্তি**—বিহার করেন।

অনুবাদ

সেই সমস্ত বর্ষে, সর্ব ঋতুর ফুল, ফল এবং কিশলয় শোভিত বহু উদ্যান রয়েছে, এবং সেখানে বহু সুন্দর আশ্রমও রয়েছে। সেখানে বর্ষের সীমা নির্দেশক পর্বতগুলির মধ্যদেশে যে বিশাল সরোবরগুলি রয়েছে সেগুলি নববিকশিত পদ্মে পূর্ণ। সেই পদ্মের সৌরভে রাজহংস, কারণ্ডব, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি পাখিরা আমোদিত হয়ে কলরব করতে থাকে এবং তার সঙ্গে ভ্রমরের গুঞ্জন মিশ্রিত হয়ে চতুর্দিক মুখরিত করে তোলে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা হচ্ছে দেবতাদের মধ্যে বিশিষ্ট নায়ক। ভৃত্যদের দ্বারা সর্বদা সেবিত হয়ে, তাঁরা সেই সরোবর সমীপস্থ উদ্যানে জীবন উপভোগ করেন। এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেবপতিদের পত্নীরা মধুর হাসি এবং কামক্ষুব্ধ নয়নে তাঁদের পতিদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এই সমস্ত দেবতা এবং তাঁদের পত্নীদের জন্য তাঁদের ভৃত্যেরা সব সময় চন্দন এবং ফুলমালা প্রদান করে। এইভাবে সেই আটটি স্বর্গসদৃশ বর্ষের অধিবাসীরা তাদের রমণীদের আচরণে আকৃষ্ট হয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

এখানে নিম্নস্তরের স্বর্গলোকের বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সমস্ত বর্ষের অধিবাসীরা নববিকশিত পদ্মপূর্ণ নির্মল সরোবর এবং ফল, ফুল, নানা প্রকার পক্ষী ও গুঞ্জনরত

ভ্রমরে পূর্ণ মনোরম পরিবেশে মহা আনন্দে জীবন উপভোগ করেন। সেই সুন্দর পরিবেশে তাঁরা অতি সুন্দরী এবং কামাসক্তা পত্নীদের সঙ্গে আনন্দে মগ্ন থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই ভগবানের ভক্ত, যে কথা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বিশ্লেষণ করা হবে। এই পৃথিবীর অধিবাসীরাও সেইরূপ স্বর্গসুখ উপভোগ করার বাসনা করে, কিন্তু যখন তারা কোন না কোন মতে মৈথুন আর আসবপানের কৃত্রিম আনন্দ প্রাপ্ত হয়, তখন তারা ভগবানের সেবা করার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। স্বর্গলোকের অধিবাসীরা যদিও উন্নততর ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ করেন, তবুও তাঁরা কখনও ভুলে যান না যে, তাঁরা হচ্ছেন ভগবানের নিত্য দাস।

শ্লোক ১৪

নবস্বপি বর্ষেষু ভগবান্নারায়ণো মহাপুরুষঃ পুরুষাণাং তদনুগ্রহায়াত্ম-তত্ত্বব্যূহেনাত্মনাদ্যাপি সন্নিধীয়তে ॥ ১৪ ॥

নবসু—নয়টি; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **বর্ষেষু**—বর্ষ নামক ভূখণ্ডে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **নারায়ণঃ**—শ্রীবিষ্ণু; **মহা-পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **পুরুষাণাম্**—তাঁর বিভিন্ন ভক্তদের; **তৎ-অনুগ্রহায়**—তাঁর কৃপা প্রদর্শন করার জন্য; **আত্ম-তত্ত্ব-ব্যূহেন**—নিজেকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহে বিস্তার করার দ্বারা; **আত্মনা**—স্বয়ং; **অদ্য-অপি**—এখন পর্যন্ত; **সন্নিধীয়তে**—তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণ তাঁর ভক্তদের কৃপা করার জন্য বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহরূপে নয়টি বর্ষের প্রতিটি বর্ষেই বিরাজমান। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য তাঁদের নিকটে থাকেন।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেছেন যে, দেবতারা বিভিন্ন অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের পূজা করেন, কারণ চিৎ-জগৎ ব্যতীত অন্য কোথাও সাক্ষাৎভাবে ভগবানের পূজা করা সম্ভব নয়। জড় জগতে ভগবান সর্বদাই মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। অর্চাবিগ্রহ এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই যাঁরা পূর্ণ ঐশ্বর্য সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত, এমনকি এই পৃথিবীতেও,

নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে, তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *অর্চে বিষ্ণৌ শিলাধির্গুরুষু নরমতিঃ*—"মন্দিরে অর্চা-বিগ্রহকে কখনও কাঠ, পাথর বা ধাতু বলে মনে করা উচিত নয়, এবং কখনও শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়।" নিষ্ঠা সহকারে এই শাস্ত্রনির্দেশ পালন করে, অপরাধশূন্য হয়ে অর্চা-বিগ্রহরূপে ভগবানের সেবা করা উচিত। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি, এবং তাঁকে কখনও একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করা উচিত নয়। অর্চা-বিগ্রহ এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি অপরাধশূন্য হলে, আধ্যাত্মিক জীবনে বা কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করা যায়।

এই সম্পর্কে *লঘুভাগবতামৃত* গ্রন্থে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে—

পাদ্মে তু পরমব্যোম্নঃ পূর্বাদ্যে দিক্‌চতুষ্টয়ে ।
বাসুদেবাদয়ো ব্যূহশ্চত্বারঃ কথিতাঃ ক্রমাৎ ॥
তথা পাদবিভূতৌ চ নিবসন্তি ক্রমাদিমে ।
জলাবৃতিস্থ-বৈকুণ্ঠস্থিত বেদবতীপুরে ॥
সত্যোর্ধ্বে বৈষ্ণবে লোকে নিত্যাখ্যে দ্বারকাপুরে ।
শুদ্ধোদাদুত্তরে শ্বেতদ্বীপে চৈরাবতীপুরে ।
ক্ষীরাম্বুধিস্থিতান্তে ক্রোড়পর্য্যঙ্কধামনি ॥
সাত্বতীয়ে ক্বচিৎ তন্ত্রে নব ব্যূহাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণ-নৃসিংহকৌ ॥
হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ।
তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরিঃ ॥

"*পদ্ম পুরাণে* বলা হয়েছে যে, ভগবান পরব্যোমে চতুর্দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে নিজেকে বিস্তার করে পূজা গ্রহণ করছেন। এক পাদ বিভূতি রূপ এই জড় জগতেও বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ রূপে ভগবান বিরাজমান। এই জড় জগতে জলের দ্বারা আচ্ছাদিত একটি বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে এবং সেখানে বেদবতী বলে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে বাসুদেব বিরাজ করেন। সত্যলোকের ঊর্ধ্বে বিষ্ণুলোক নামক একটি লোক রয়েছে, যেখানে সঙ্কর্ষণ বিরাজমান। তেমনই, দ্বারকাপুরীতে প্রদ্যুম্ন তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করে বিরাজ করছেন। শ্বেতদ্বীপে ক্ষীর সমুদ্রের মাঝখানে ঐরাবতীপুর নামক একটি স্থান রয়েছে, এবং সেখানে অনিরুদ্ধ অনন্ত-শয্যায় শয়ন করে রয়েছেন। কোন কোন *সাত্বত-তন্ত্রে* নটি বর্ষের আরাধ্য বিগ্রহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—(১) বাসুদেব, (২) সঙ্কর্ষণ,

(৩) প্রদ্যুম্ন, (৪) অনিরুদ্ধ, (৫) নারায়ণ, (৬) নৃসিংহ, (৭) হয়গ্রীব, (৮) মহাবরাহ, এবং (৯) ব্রহ্মা।" এই প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যখন ব্রহ্মা হওয়ার উপযুক্ত কোনও ব্যক্তি থাকে না, তখন ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার পদ গ্রহণ করেন। *তত্র ব্রহ্মা তু বিজ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তবিধয়া হরি।* এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং শ্রীহরি।

শ্লোক ১৫

ইলাবৃতে তু ভগবান্ ভব এক এব পুমান্ন হ্যন্যস্তত্রাপরো নির্বিশতি ভবান্যাঃ শাপনিমিত্তজ্ঞো যৎপ্রবেক্ষ্যতঃ স্ত্রীভাবস্তৎপশ্চাদ্‌বক্ষ্যামি ॥১৫॥

ইলাবৃতে—ইলাবৃতবর্ষে; **তু**—কিন্তু; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান্; **ভবঃ**—শিব; **এক**—কেবল; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **পুমান্**—পুরুষ; **ন**—না; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অন্যঃ**—অন্য কেউ; **তত্র**—সেখানে; **অপরঃ**—ব্যতীত; **নির্বিশতি**—প্রবেশ করে; **ভবান্যা-শাপ-নিমিত্ত-জ্ঞঃ**—শিবের পত্নী ভবানীর শাপের কারণ যিনি জানেন; **যৎ-প্রবেক্ষ্যতঃ**—বলপূর্বক যে সেই স্থানে প্রবেশ করে; **স্ত্রী-ভাবঃ**—নারীতে পরিণত হয়; **তৎ**—তা; **পশ্চাৎ**—পরে; **বক্ষ্যামি**—আমি বিশ্লেষণ করব।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—ইলাবৃতবর্ষে পরম শক্তিমান দেবাদিদেব মহাদেবই কেবল একমাত্র পুরুষ। তাঁর পত্নী দুর্গাদেবী চান না যে, কোন পুরুষ সেই স্থানে প্রবেশ করুক। অজ্ঞতাবশত কেউ যদি সেখানে প্রবেশ করে, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে নারীতে পরিণত করেন। সেই কথা আমি পরে (*শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে) বর্ণনা করব।

শ্লোক ১৬

ভবানীনাথৈঃ স্ত্রীগণার্বুদসহস্রৈরবরুধ্যমানো ভগবতশ্চতুর্মূর্তের্মহাপুরুষস্য তুরীয়াং তামসীং মূর্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞামাত্মসমাধিরূপেণ সন্নিধাপ্যৈতদভিগৃণন্ ভব উপধাবতি ॥ ১৬ ॥

ভবানী-নাথৈঃ—ভবানীনাথ; **স্ত্রী-গণ**—রমণীদের; **অর্বুদ-সহস্রৈঃ**—সহস্র অর্বুদ; **অবরুধ্যমানঃ**—সর্বদা সেবিত হয়ে; **ভগবতঃ চতুঃ-মূর্তেঃ**—চতুর্ব্যূহরূপে প্রকাশিত

ভগবান; **মহা-পুরুষস্য**—পরম পুরুষের; **তুরীয়াম্**—চতুর্থ বিস্তার; **তামসীম্**—তমোগুণের সঙ্গে সম্পর্কিত; **মূর্তিম্**—রূপ; **প্রকৃতিম্**—উৎসরূপে; **আত্মনঃ**—স্বয়ং (শ্রীশিব); **সঙ্কর্ষণ-সংজ্ঞাম্**—সঙ্কর্ষণ নামক; **আত্ম-সমাধি-রূপেণ**—সমাধি যোগে তাঁর ধ্যান করে; **সন্নিধাপ্য**—সন্নিধানে আনয়ন করে; **এতৎ**—এই; **অভিগৃণন্**—স্পষ্টভাবে কীর্তন করে; **ভবঃ**—শ্রীশিব; **উপধাবতি**—পূজা করেন।

অনুবাদ

ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিব সর্বদা কোটি কোটি সেবিকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সেবিত হন। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণ—ভগবানের এই চতুর্ব্যূহের চতুর্থ মূর্তি সঙ্কর্ষণ নিঃসন্দেহে শুদ্ধ চিন্ময়। কিন্তু এই জড় জগতে তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্য তামসিক বলে তিনি তামসী নামে অভিহিত হন। ভগবান শিব জানেন যে, সঙ্কর্ষণ হচ্ছেন তাঁর অংশী বা মূল কারণ, এবং তাই তিনি সর্বদা সমাধি যোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করে তাঁর ধ্যান করেন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও আমরা ধ্যানমগ্ন শিবের ছবি দেখি। এই শ্লোক থেকে জানা যায় যে, শিব সর্বদা ভগবান সঙ্কর্ষণের ধ্যানে মগ্ন। শিব এই জড় জগতের সংহার কার্যের অধ্যক্ষ। ব্রহ্মা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব ধ্বংস করেন। যেহেতু ধ্বংসকার্য তমোগুণে সাধিত হয়, তাই শিব এবং তাঁর আরাধ্যদেব সঙ্কর্ষণকে ব্যবহারিকভাবে *তামসী* বলা হয়। শ্রীশিব হচ্ছেন তমোগুণের অবতার। যেহেতু শিব ও সঙ্কর্ষণ উভয়েই পূর্ণ জ্ঞানময় এবং শুদ্ধ চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই জড়া প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ এবং তম—এই তিনটি গুণের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু যেহেতু তাঁদের কার্যকলাপ তমোগুণের সঙ্গে তাঁদের সংশ্লিষ্ট করে, তাই তাঁদের কখনও কখনও *তামসী* বলা হয়।

শ্লোক ১৭

শ্রীভগবানুবাচ

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসঙ্খ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরম শক্তিমান শ্রীশিব বললেন; **ওঁ নমো ভগবতে**—হে পরমেশ্বর ভগবান, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **মহা-**

পুরুষায়—পরম পুরুষকে; **সর্ব-গুণ-সঙ্খ্যানায়**—সমস্ত দিব্য গুণের আধার; **অনন্তায়**—অনন্তকে; **অব্যক্তায়**—যিনি জড় জগতে প্রকাশিত নন; **নমঃ**—আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম; **ইতি**—এইভাবে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীশিব বললেন—হে পরমেশ্বর ভগবান সঙ্কর্ষণ, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। আপনি সমস্ত দিব্য গুণের আধার। যদিও আপনি অনন্ত, তবুও অভক্তদের কাছে আপনি অব্যক্ত থাকেন।

শ্লোক ১৮

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্ ।
ভক্তেষ্বলং ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

ভজে—আমি ভজনা করি; **ভজন্য**—হে পরম আরাধ্য প্রভু; **অরণ-পাদ-পঙ্কজম্**—যাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর ভক্তদের সমস্ত ভয় থেকে রক্ষা করেন; **ভগস্য**—ঐশ্বর্যের; **কৃৎস্নস্য**—বিভিন্ন প্রকারের (ঐশ্বর্য, যশ, বীর্য, জ্ঞান, শ্রী এবং বৈরাগ্য); **পরম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ; **পরায়ণম্**—পরম আশ্রয়; **ভক্তেষু**—ভক্তদের জন্য; **অলম্**—অনুমানের অতীত; **ভাবিত-ভূত-ভাবনম্**—যিনি তাঁর ভক্তদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেন; **ভব-অপহম্**—যিনি তাঁর ভক্তদের সংসার মোচন করেন; **ত্বা**—আপনাকে; **ভব-ভাবম্**—যিনি সমস্ত জড় সৃষ্টির উৎস; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি একমাত্র আরাধ্য, কারণ আপনি পরমেশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের আধার। আপনার অভয়চরণারবিন্দ আপনার ভক্তদের সর্বতোভাবে রক্ষা করে, এবং তাঁদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনি বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। হে প্রভু, আপনি আপনার ভক্তদের সংসার মোচন করেন। কিন্তু অভক্তেরা চিরকাল আপনারই ইচ্ছায় এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আপনি কৃপা করে আমাকে আপনার নিত্য দাসত্ব প্রদান করুন।

শ্লোক ১৯

ন যস্য মায়াগুণচিত্তবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে ।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসাং
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

ন—কখনই না; **যস্য**—যাঁর; **মায়া**—মোহিনী শক্তির; **গুণ**—গুণে; **চিত্ত**—হৃদয়ের; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যকলাপের দ্বারা (চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছা); **নিরীক্ষতঃ**—দর্শনকারীর; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অণু**—স্বল্প মাত্রায়; **অপি**—ও; **দৃষ্টিঃ**—দৃষ্টি; **অজ্যতে**—প্রভাবিত হয়; **ঈশে**—নিয়ন্ত্রণ করার জন্য; **যথা**—যেমন; **নঃ**—আমাদের; **অজিত**—যিনি জয় করেননি; **মন্যু**—ক্রোধের; **রংহসাম্**—বেগ; **কঃ**—কে; **তম্**—তাঁকে (সেই পরমেশ্বরকে); **ন**—না; **মন্যেত**—পূজা করবে; **জিগীষুঃ**—জয় করার বাসনায়; **আত্মনঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি।

অনুবাদ

আমরা আমাদের ক্রোধের বেগ জয় করতে পারিনি। তাই যখন আমরা জড় বস্তু দর্শন করি, তখন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষের ভাব এড়ানো যায় না। কিন্তু ভগবান কখনও এইভাবে প্রভাবিত হন না। যদিও সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারের জন্য তিনি এই জড় জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবুও তিনি অণুমাত্রও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাই যিনি ইন্দ্রিয়ের বেগ জয় করার অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করা। তাহলে তিনি বিজয়ী হবেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই তাঁর অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত। যদিও প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিপাতের ফলে জড় জগতের সৃষ্টি হয়, তবুও তিনি জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তাঁর শাশ্বত চিন্ময় স্থিতির ফলে ভগবান যখন এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন জড়া প্রকৃতির গুণ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারে না। তাই ভগবানকে বলা হয় গুণাতীত, এবং যারা জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তাদের অবশ্য কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া।

শ্লোক ২০

অসদ্‌দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২০ ॥

অসৎ-দৃশঃ—যার দৃষ্টি কলুষিত; **যঃ**—যিনি; **প্রতিভাতি**—প্রতীত হন; **মায়য়া**—মায়ার প্রভাবে; **ক্ষীবঃ**—ক্রুদ্ধ; **ইব**—সদৃশ; **মধু**—মধু; **আসব**—এবং সুরার দ্বারা; **তাম্র-লোচনঃ**—তাম্রসদৃশ রক্তনেত্র-বিশিষ্ট; **ন**—না; **নাগবধ্বঃ**—নাগপত্নীগণ; **অর্হণে**—পূজায়; **ঈশিরে**—অসমর্থ হয়েছিল; **হ্রিয়া**—লজ্জাবশত; **যৎপাদয়োঃ**—যাঁর চরণকমল; **স্পর্শন**—স্পর্শের দ্বারা; **ধর্ষিত**—উত্তেজিত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—যাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ।

অনুবাদ

যাদের দৃষ্টি কলুষিত, তাদের কাছে ভগবানের চক্ষু মধু এবং সুরা পানের ফলে আরক্তিম বলে মনে হয়। এইভাবে যারা বিমোহিত হয়েছে, সেই বিবেকহীন ব্যক্তিরা ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং তাদের ক্রোধের ফলে, তাদের কাছে ভগবানও ক্রুদ্ধ এবং অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। কিন্তু এটি তাদের ভ্রান্তি। যখন নাগবধূরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে মুগ্ধ হয়েছিলেন, লজ্জাবশত তাঁরা আর তাঁর অন্যান্য অঙ্গের অর্চনা করতে সমর্থ হননি। তবুও ভগবান তাঁদের স্পর্শে বিচলিত হননি, কারণ তিনি সর্ব অবস্থাতেই ধীর। তাই এমন কে আছে, যে ভগবানের আরাধনা করবে না?

তাৎপর্য

উত্তেজনার কারণ থাকলেও যিনি উত্তেজিত হন না, তাঁকে বলা হয় ধীর। ভগবান সর্বদা ত্রিগুণাতীত স্তরে থাকার ফলে, তিনি কখনও কোন কিছুর দ্বারা উত্তেজিত হন না। তাই কেউ যদি ধীর হতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (২/১৩) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি*—যিনি সর্ব অবস্থায় ধীর, তিনি কখনও মোহিত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ধীর ব্যক্তির এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে সংহার করার জন্য ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বিচলিত হননি। তিনি শান্ত এবং অবিচলিত ছিলেন, কিন্তু অন্যেরা, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত ভগবানের সেই রূপ দর্শন করে ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্বিহীনং যমনন্তমৃষয়ঃ ।
ন বেদ সিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামসু ॥ ২১ ॥

যম্—যাঁকে; **আহুঃ**—তাঁরা বলেছিলেন; **অস্য**—এই জড় জগতের; **স্থিতি**—পালন; **জন্ম**—সৃষ্টি; **সংযমম্**—সংহার; **ত্রিভিঃ**—এই তিন; **বিহীনম্**—রহিত; **যম্**—যা; **অনন্তম্**—অনন্ত; **ঋষয়ঃ**—সমস্ত মহর্ষিগণ; **ন**—না; **বেদ**—অনুভব করেন; **সিদ্ধ-অর্থম্**—সরিষার বীজ; **ইব**—সদৃশ; **ক্বচিৎ**—কোথায়; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ভূমণ্ডলম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **মূর্ধ-সহস্র-ধামসু**—ভগবানের হাজার হাজার ফণার উপর।

অনুবাদ

দেবাদিদেব মহাদেব বললেন—সমস্ত মহর্ষিরা ভগবানকে সমগ্র সৃষ্টি, পালন এবং সংহারের কারণ বলে স্বীকার করেন, যদিও এই সমস্ত কার্যকলাপে তাঁর করণীয় কিছু নেই। তাই ভগবানকে বলা হয় অনন্ত। ভগবান যদিও তাঁর শেষ অবতারে তাঁর সহস্র ফণায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে ধারণ করে রয়েছেন, তবুও প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে এক-একটি সরিষার মতো মনে হয়। তাই সিদ্ধি লাভের অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি তাঁর আরাধনা করবেন না?

তাৎপর্য

শেষ বা অনন্ত নামক ভগবানের অবতার অনন্ত শক্তি, যশ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং বৈরাগ্য সমন্বিত। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, অনন্তের শক্তি এমনই অসীম যে, তাঁর ফণায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করছে। তাঁর রূপ সহস্র সহস্র ফণা সমন্বিত একটি সর্পের মতো, এবং যেহেতু তাঁর শক্তি অনন্ত, তাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর কাছে নগণ্য সরষের দানার মতো হাল্কা বলে মনে হয়। একটি সাপের মাথার উপর একটি সরষের দানা যে কত নগণ্য, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এই প্রসঙ্গে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের* আদি লীলার পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৭-১২৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অনন্তশেষ নাগরূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবতার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে তাঁর ফণার উপর ধারণ করে রয়েছেন। আমাদের গণনা অনুসারে, এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত ভারী হতে

পারে, কিন্তু ভগবান অনন্ত হওয়ার ফলে, তাঁর কাছে এক-একটি ব্রহ্মাণ্ড সরষের দানা থেকে ভারী নয়।

শ্লোক ২২-২৩

যস্যাদ্য আসীদ্ গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল ।
যৎসম্ভবোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ২২ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ ।
মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ২৩ ॥

যস্য—যাঁর থেকে; **আদ্যঃ**—শুরু; **আসীৎ**—ছিল; **গুণ-বিগ্রহঃ**—গুণাবতার; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **বিজ্ঞান**—পূর্ণ জ্ঞানের; **ধিষ্ণ্যঃ**—উৎস; **ভগবান্**—পরম শক্তিমান; **অজঃ**—ব্রহ্মা; **কিল**—নিশ্চিতভাবে; **যৎ**—যাঁর থেকে; **সম্ভবঃ**—জন্ম; **অহম্**—আমি; **ত্রিবৃতা**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে তিন প্রকার; **স্ব-তেজসা**—আমার জড় শক্তির দ্বারা; **বৈকারিকম্**—সমস্ত দেবতা; **তামসম্**—জড় উপাদানসমূহ; **ঐন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সৃজে**—আমি সৃষ্টি করি; **এতে**—এই সমস্ত; **বয়ম্**—আমরা; **যস্য**—যাঁর; **বশে**—বশীভূত; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **স্থিতাঃ**—অবস্থিত; **শকুন্তাঃ**—পক্ষিগণ; **ইব**—সদৃশ; **সূত্র-যন্ত্রিতাঃ**—সূত্রবদ্ধ; **মহান্**—মহত্তত্ত্ব; **অহম্**—আমি; **বৈকৃত**—দেবতাগণ; **তামস**—পঞ্চমহাভূত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সৃজামঃ**—আমরা সৃষ্টি করি; **সর্বে**—আমরা সকলে; **যৎ**—যাঁর; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা; **ইদম্**—এই জড় জগৎ।

অনুবাদ

ভগবান থেকেই ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, যাঁর শরীর মহত্তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত, এবং যিনি রজোগুণ-প্রধান বুদ্ধির আশ্রয়। সেই ব্রহ্মা থেকে অহঙ্কার তত্ত্ব আমি রুদ্র জন্মগ্রহণ করেছি। আমার শক্তির দ্বারা আমি অন্য সমস্ত দেবতাদের, পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গের সৃষ্টি করি। তাই আমি সেই ভগবানের আরাধনা করি, যিনি

আমাদের সকলের থেকে শ্রেষ্ঠ এবং যাঁর নিয়ন্ত্রণে সমস্ত দেবতারা, মহাভূত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, এমনকি ব্রহ্মা ও আমি স্বয়ং—আমরা সকলেই সূত্রবদ্ধ পাখিদের মতো নিয়ন্ত্রিত হই। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমরা এই জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং বিনাশকার্য সাধনে সক্ষম হই। তাই আমি সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে সৃষ্টিতত্ত্বের সারাংশ প্রদান করা হয়েছে। সঙ্কর্ষণ থেকে মহাবিষ্ণুর বিস্তার হয়, এবং মহাবিষ্ণু থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর বিস্তার হয়। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে জাত ব্রহ্মা থেকে শিবের জন্ম হয়, এবং তাঁর থেকে সমস্ত দেবতারা ক্রমশ উদ্ভূত হন। ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু বিভিন্ন গুণের অবতার। বিষ্ণু প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড় গুণের অতীত, কিন্তু তিনি ব্রহ্মাণ্ডের পালনের জন্য সত্ত্বগুণ নিয়ন্ত্রণ করেন। ব্রহ্মার জন্ম হয় মহত্তত্ত্ব থেকে। ব্রহ্মা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, ভগবান শ্রীবিষ্ণু তা পালন করেন এবং শিব তা ধ্বংস করেন। পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত প্রধান দেবতাদের নিয়ন্ত্রণ করেন বিশেষ করে ব্রহ্মা এবং শিবকে—ঠিক যেভাবে পাখির মালিক সুতো দিয়ে বেঁধে পাখিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবে কখনও কখনও বাজ পাখিকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শ্লোক ২৪

যন্নির্মিতাং কর্হ্যপি কর্মপবণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসর্গমোহিতঃ ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াত্মনে ॥ ২৪ ॥

যৎ—যাঁর দ্বারা; **নির্মিতাম্**—নির্মিত; **কর্হি অপি**—কোন সময়; **কর্ম-পবণীম্**—সকাম কর্মের গ্রন্থি; **মায়াম্**—মায়া; **জনঃ**—ব্যক্তি; **অয়ম্**—এই; **গুণ-সর্গ-মোহিতঃ**—জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা বিমোহিত; **ন**—না; **বেদ**—জানে; **নিস্তারণ-যোগম্**—জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **তস্মৈ**—তাঁকে; **নমঃ**—সশ্রদ্ধ প্রণাম; **তে**—আপনাকে; **বিলয়-উদয়-আত্মনে**—যাঁর মধ্যে সবকিছু লীন হয়ে পুনরায় সৃষ্টি হয়।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া সমস্ত বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতে বেঁধে রাখে। তাই তাঁর কৃপা ব্যতীত আমাদের মতো ব্যক্তি বুঝতে পারে না কিভাবে সেই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়। সমস্ত সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ সেই ভগবানকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/১৪) শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যারা আমার শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।" ভগবানের মায়ার বশীভূত হয়ে কার্য করছে যে সমস্ত বদ্ধ জীবেরা, তারা তাদের দেহটিকেই তাদের প্রকৃত স্বরূপ বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং অধিক থেকে অধিকতর সমস্যার সৃষ্টি করে এই ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করছে। কখনও তারা এই সমস্ত সমস্যার ফলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে, এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পন্থার অন্বেষণ করে। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত তথাকথিত গবেষণাকারীরা ভগবান এবং তাঁর মায়াশক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ, এবং তার ফলে তারা কেবল অন্ধকারেই থাকে, বাইরে আসার পথ খুঁজে পায় না। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এবং অগ্রণী গবেষণাকারীরা এক হাস্যকর উপায়ে জীবনের কারণ খোঁজার চেষ্টা করছে। জীবনের উদ্ভব যে পূর্ব থেকেই হচ্ছে, সেই কথা তারা ভেবে দেখে না। জীবনের রাসায়নিক সংগঠন যে কি তা যদি তারা জানতেও পারে, তার ফলে তারা কি কৃতিত্ব লাভ করবে? তাদের রাসায়নিক উপাদানগুলি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ—এই পঞ্চ-মহাভূতের বিকার মাত্র। *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবের কখনও সৃষ্টি হয় না (*ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্*)। পাঁচটি স্থূল উপাদান এবং তিনটি সূক্ষ্ম উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) রয়েছে, আর রয়েছে শাশ্বত জীব। জীব কোন এক বিশেষ প্রকার শরীরের বাসনা করে, এবং ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি থেকে সেই দেহ সৃষ্টি হয়, যা ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান জীবকে এক বিশেষ প্রকার যান্ত্রিক শরীর প্রদান করেন, এবং জীব সকাম

কর্মের নিয়ম অনুসারে তা নিয়ে কর্ম করে। এই শ্লোকে সকাম কর্মের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—*কর্মপর্বনীং মায়াম্* । জীব দেহরূপ যন্ত্রে বসে রয়েছে এবং ভগবানের নির্দেশ অনুসারে সেই যন্ত্রটি সে চালায়। এটিই হচ্ছে আত্মার দেহান্তরের রহস্য। এইভাবে জীব এই জড় জগতে সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/৭) সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি* —মনসহ ছয়টি ইন্দ্রিয় নিয়ে জীব প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে।

সৃষ্টি এবং লয়ের সমস্ত কার্যকলাপে জীব সকাম কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সকাম কর্ম সম্পাদিত হয় মায়ার দ্বারা। জীবের অবস্থা ভগবানের দ্বারা চালিত ঠিক একটি কমপিউটারের মতো। তথাকথিত বৈজ্ঞানিকেরা বলে যে, প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়া করে, কিন্তু প্রকৃতি যে কি তা তারা বিশ্লেষণ করতে পারে না। প্রকৃতি ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। যখন সেই চালককে জানা যায়, তখন জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর, প্রকৃত জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণের পরম কারণ-রূপে জেনে, আমার শরণাগত হন। এই প্রকার মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" তাই সুস্থমস্তিষ্ক-সম্পন্ন মানুষ ভগবানের শরণাগত হন এবং তার ফলে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের 'গঙ্গার অবতরণ' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।